আমাদের সময়

তারিখ ... 13 JAN 2016 ...
পৃষ্ঠা ... ১ ... কলাম ... ২ ...

শিক্ষা এখনো অধিকার হিসেবে স্বীকৃত নয়

এম এইচ রবিন ●

মানুষের পাঁচটি মৌলিক অধিকারের অন্যতম একটি হচ্ছে শিক্ষা, যা জাতির মেরুদণ্ড হিসেবে বিবেচিত। দেশের সংবিধানে শিক্ষাকে মৌলিক চাহিদা হিসেবে চিহ্নিত করা হলেও এবং শিক্ষা অধিকার সংক্রান্ত জাতীয় ও আন্তর্জাতিক অধিকাংশ সনদে বাংলাদেশ সমর্থন করলেও এ পর্যন্ত শিক্ষাকে অধিকার হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়নি। সঙ্গত কারণেই অন্তত প্রাথমিক শিক্ষাকে অধিকার হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া সময়ের দাবি বলে মনে করছেন শিক্ষাবিদ ও বিশিষ্টজনরা।

জানা গেছে, দেশে শিক্ষা মৌলিক অধিকার হিসেবে স্বীকৃত না হলেও সংবিধানে উল্লেখ রয়েছে, শিক্ষার মতো জীবনের মৌলিক চাহিদা পূরণ রাষ্ট্রের মৌলিক দায়িত্ব। সংবিধানের ১৭নং অনুচ্ছেদে উল্লেখ করা হয়েছে– 'রাষ্ট্র (ক) একই পদ্ধতির গণমুখী ও সর্বজনীন শিক্ষাব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্য এবং আইনের দ্বারা নির্ধারিত স্তর পর্যন্ত সকল বালক-বালিকাকে অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক শিক্ষাদানের জন্য; (খ) সমাজের প্রয়োজনের সহিত শিক্ষাকে সঙ্গতিপূর্ণ করিবার জন্য এবং সেই প্রয়োজন সিদ্ধ করিবার উদ্দেশ্যে যথাযথ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ও সদিচ্ছা-প্রণোদিত নাগরিক সৃষ্টির জন্য; (গ) আইনের দ্বারা নির্ধারিত সময়ের মধ্যে নিরক্ষরতা দূর করিবার জন্য- কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে।'

বর্তমানে প্রাথমিক শিক্ষায় ভর্তির হার প্রায় শতভাগ। শিক্ষার উন্নয়নের ব্যাপারে সরকার বিশেষভাবে প্রতিশ্রুতিবদ্ধও বটে। এরকম একটি অগ্রবর্তী অবস্থায় প্রাথমিক শিক্ষাকে অধিকার হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া সময়ের দাবি বলে মনে করে শিশুদের রক্ষায় কার্যরত সেভ দ্য চিলড্রেন। 'সবার জন্য প্রাথমিক শিক্ষা অধিকার' শীর্ষক এক সেমিনারে প্রতিষ্ঠানটির পরিচালক (শিক্ষা) তালাৎ মাহমুদ বলেন, এটি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সরকারের উদ্যোগই যথেষ্ট। কারণ এটি অর্জনের পূর্ণ সহায়ক পরিবেশ

■ এছাড়া দেশের অর্জন রক্ষা করা সম্ভব নয় : ব্যারিস্টার আমীর-উল ইসলাম
■ আশা করি সরকার স্বীকৃতি দেবে : রাশেদা কে চৌধুরী

বাংলাদেশে রয়েছে। মাত্র তিন শতাংশেরও কমসংখ্যক শিশুর ভর্তির জন্য কিছু বাজেট বরাদ্দের প্রয়োজন হবে, যা সরকারের সামর্থ্যের মধ্যেই রয়েছে।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন জাতীয় সংসদের ডেপুটি স্পিকার ফজলে রাব্বী মিয়া। তিনি বলেন, প্রাথমিক শিক্ষাকে মৌলিক অধিকার হিসেবে স্বীকৃতি দিতে হলে আমাদের ১৯৯০ সালের বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা আইনটি সংশোধন করতে হবে। ওই আইনটি কিছুটা অপরিপক্ব। এটি সংশোধন করে অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক শিক্ষা নিশ্চিত করতে রাষ্ট্রকে যা যা করতে বলা হয়েছে সংবিধানে, তা আইনে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

স্বাধীন বাংলাদেশের সংবিধান প্রণেতাদের একজন ব্যারিস্টার আমীর-উল ইসলাম সংবিধানে শিক্ষার ওপর যে গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে, তার উল্লেখ করে বলেন, এটি বাস্তবায়ন করা ছাড়া দেশের যে অর্জন তা রক্ষা করা সম্ভব হবে না।

তিনি বলেন, দেশে উপযুক্ত নাগরিক সৃষ্টি করা সম্ভব হচ্ছে না বলে লোকসংখ্যা বাড়লেও মানুষের সংখ্যা কমে যাচ্ছে।

প্রাথমিক ও গণশিক্ষামন্ত্রী মোস্তাফিজুর রহমান বলেন, আমাদের শিক্ষা অনেক এগিয়েছে। সবার জন্য শিক্ষা নিশ্চিত করতে কাজ করছে সরকার। মাত্র চার বছর আগেও যেখানে শিক্ষা থেকে ঝরেপড়ার হার ছিল ৪০ শতাংশ, এখন সেটা নেমে এসেছে ২০ শতাংশে।

গণসাক্ষরতা অভিযানের নির্বাহী পরিচালক রাশেদা কে চৌধুরী বলেন, আশা করি সরকার শিক্ষাকে অধিকার হিসেবে স্বীকৃতি দেবে। আর্থিক ও প্রাতিষ্ঠানিক সামর্থ্য বিবেচনায় নিয়ে আপাতত সবার জন্য প্রাথমিক শিক্ষার অধিকার নিশ্চিত করতে আইনি ব্যবস্থা আশু প্রয়োজন। এ জন্য মূলত প্রয়োজন সঠিক নেতৃত্ব ও উদ্যোগ।

জাতিসংঘ শিশু তহবিলের শিক্ষা ব্যবস্থাপক মোহাম্মদ মহসীন বলেন, দক্ষিণ এশিয়ার সব দেশ শিক্ষাকে অধিকার

এরপর পৃষ্ঠা ২, কলাম ৩

শিক্ষা এখনো

(শেষ পৃষ্ঠার পর) হিসেবে স্বীকৃতি দিতে আইন প্রণয়ন করেছে। শুধু বাংলাদেশই তা এখনো করেনি। শিশু অধিকার সনদের ২৮ নম্বর অনুচ্ছেদে শিক্ষা শিশুর অধিকার বলা হয়েছে। বাংলাদেশ একাত্মতা ঘোষণা করে এই সনদে স্বাক্ষর করেছে। কিন্তু বাস্তবতা বিচারে বাংলাদেশে এখনো সব জনগণের অধিকার হিসেবে শিক্ষা স্বীকৃত নয়।